The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 141 - 152)
Published in December, 2023

আমির খসরু দেহলভিঃ কাব্য ও কবিমানস

আলতাফ হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার

সুলতানি আমলের ভারতীয় কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন আমির খসরু দেহলভি। তিনি একাধারে সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ছাড়াও ব্যাকরণ, ফিকাহ, তাফসির, কুরআন ও জ্যোতিবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তবে কাব্য সাধনাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি খাকানি শিরওয়ানি, আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আনওয়ারি, নিজামি গাঞ্জুবি, হাকিম সানাই, শেখ সাদি শিরাজি প্রমুখ ইরানি কবির কবিতা অনুকরণে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল- *ক্বেরানুস সাদাইন*, *মেফতাহুল ফুতুহ*, *দেভল রানী খিজির খান*, *তুঘলক নামা*, *গুররাতুল কামাল*, *নেহায়াতুল কামাল*, *মাতলাউল আনওয়ার*, *শিরিন ওয়া খসরু*, *মজনুন ওয়া লাইলি*, *আইনে সিকান্দারি*, *নুহে সেপেহের*, *তুহফাতুস সিগার*, *ওয়াসাতুল হায়াত*, *বাক্বিয়ে নাক্বিয়ে*, *হাশত বেহেশত* প্রমুখ। তাঁর কাব্যে ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি সমগ্র ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন আচরণ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। ভারতীয় সংগীত জগতে তাঁকে গুরু বা সম্রাট বলা হয়। তিনি সংগীতে বহু রাগ-রাগিনী ও তাল সৃষ্টি করেছেন এবং একাধিক বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় তাঁকে 'তুতিয়ে হেন্দ' বা ভারতের তোতাপাখি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আমির খসরু দেহলভি কাব্য ও সংগীত প্রতিভায় আজ অবধি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমির খসরু দেহলভি'র জীবনী ও তাঁর ফারসি কাব্য ও কবিমানস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

*সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার ইতিহাস সাতশত বছরের পুরনো। খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে ইরানি মুসলমান বণিক ও আরবগণ পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এ ভূখণ্ডে আগমন করেন। এতদঞ্চলে মুসলমানদের শাসনকালে ইরান ও মধ্য এশিয়া হতে অসংখ্য কবি ও আলেম আগমন করেন। তাঁরা ফারসি ভাষার প্রচার, প্রসার ও বিকাশে ভূমিকা পালন করেন। যাঁদের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের আমির খসরু দেহলভি অন্যতম (আব্দুস সাত্তার ১৯৮৭, ৫৭)। ভারতবর্ষের ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফারসি সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে তিনি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আমির খসরু দেহলভি সম্পর্কে তানভীর আহমেদ বলেছেন,

"Amir khusraw was a versatile genius, whose colourful personality has contributed a lot to the development of Indo-persian literature" (Tanwir Ahmed 1991, 186).

আমির খসরু দেহলভি'র জীবন পরিক্রমা

ভারতবর্ষের বিখ্যাত কবি আমির খসরু দেহলভি ৬৫১ হিজরি মোতাবেক ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলার পাতিয়ালিতে জন্মগ্রহণ করেন (*ইসলামী বিশ্বকোষ* ২০০৫, ২৫২)। তাঁর পিতার নাম আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ দেহলভি। তিনি তুর্কিস্তানের 'কুশ' শহরের অধিবাসী ছিলেন। মঙ্গলীয় আক্রমণের সময় দেশ ছেড়ে এসে ইলতুৎমিশনের সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে চাকরি গ্রহণ করেন (বেগ, তারিখবিহীন : ৪৮৫)। আমির খসরু দেহলভির পিতা তুর্কিদের লাচিন উপজাতি প্রধান ছিলেন (হামাদানী ১০২৩, ৮১)। সম্রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ইমাদুল মুলকের কন্যা ছিলেন তাঁর মাতা। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। এরপর তাঁর নানা ইমাদুল মুলকের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন (আব্দুল মওদুদ ২০০৫, ১৯৬)। আমির খসরু দেহলভি আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন (আব্দুল মওদুদ, ২০০৫ : ২১৪)। শৈশবে তাঁর পিতা তাঁকে ক্যালিওগ্রাফি চর্চার জন্য মক্তবে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে ক্যালিওগ্রাফি শিক্ষা পছন্দনীয় ছিল না। কাব্য সাধনা ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য (রহমান ১৯৯৭ , ১৩)। ফলে তিনি আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আনওয়ারি, নিজামি গাঞ্জুবি, হাকিম সানাই প্রমুখ ইরানি কবিদের কবিতা পাঠ করেন এবং তাঁদের অনুকরণে কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর কাব্যে মিষ্টি ভাষা ও কথা-কারুকার্যের কারণে তাঁকে ভারতবর্ষের সাদি উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে (তামীমদারী ২০০৭, ৫৫)। এ ছাড়াও তাঁর ব্যাকরণ, ফিকাহ, তাফসির, কুরআন, জ্যোতিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রেও বেশ দখল ছিল (আব্দুল মওদুদ ২০০৫, ১১৪)। ভারতবর্ষে সুলতানি শাসনামল তথা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের ইতিহাস, দিল্লি তথা সমগ্র ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন আচরণ উঠে এসেছে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনায়। তাঁর রচনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, কলাশাস্ত্রের ধারা এবং সমৃদ্ধশালী মুসলমানদের দরবারি তালিম এমন সার্থকভাবে বর্ণনা করেছেন যা তৎকালীন ভারত ও পারস্য সাহিত্যের অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি (*ইসলামী বিশ্বকোষ* ২০০৫, ৪৬৭)।

আমির খসরু দেহলভি'র কাব্য প্রতিভার ন্যায় সংগীত প্রতিভাও ছিল অসামান্য। তাঁকে সুর সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ভারতীয় সংগীত জগতে তিনি ছিলেন গুরু বা সম্রাট (সবুর খান ২০২১, ২১৮)। তিনি সংগীতে বহু রাগ ও তাল সৃষ্টি করেন এবং একাধিক বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি পারস্য সংগীতের সাথে ভারতীয়

সংগীতের মিতালী ঘটিয়ে নতুন গীতরীতি প্রবর্তন করেন (রহমান ১৯৯৭, ৫০)। আমির খসরু দেহলভি পারস্য সুর মিশ্রণে ১২ টি রাগ সৃষ্টি করেছেন (সবুর খান ২০২১, ২১৮)। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আহরণের কয়েক মাস পর আমির খসরু দেহলভি ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে প্রখ্যাত সুফি সাধক নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজারের কাছে গিয়াসপুরে সমাহিত করা হয় (আব্দুস সাত্তার ১৯৮৭, ৫৭)।

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

কবি আমির খসরু দেহলভি গিয়াস উদ্দিন বলবনের (১২৬৬-৮৭ খ্রি.) রাজদরবারের সভাকবি নিযুক্ত ছিলেন (সবুর খান ২০২১, ২৭)। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের দুই ছেলে ছিলো মোহাম্মদ খান ও নাসির উদ্দিন বুগরা খান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে মোহাম্মদ খান মুলতান ও সিন্ধুর গভর্নর আর নাসির উদ্দিন বুগরা খান প্রথমে সামানার পরবর্তীকালে বাংলার গভর্নর এর দায়িত্ব পালন করেন (আবদুল করিম ২০০৭, ১৩৯)। মোহাম্মদ খানের ছেলের নাম কায়খসরু আর নাসির উদ্দিন বুগরা খানের ছেলের নাম কায়কোবাদ। গৌড়ের শাসনকর্তা তুগরিল খান দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করলে বলবন লখনৌতি আক্রমণ করেন। আমির খসরু দেহলভি এ সময় বলবনের সাথে গৌড়ে গমন করেছিলেন (রহিম ১৯৮২, ১৫৯)। তুঘরিলকে পরাজিত করে বলবন পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন। আমির খসরু দেহলভি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার আবহাওয়া পছন্দ না হওয়ায় বলবনের সঙ্গে দিল্লিতে চলে আসেন। বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ খানের সাথে কবির পরিচয় ঘটে এবং বন্ধুত্ব হয়। তিনি কবি আমির খসরু দেহলভিকে তাঁর রাজ্য মুলতানে নিয়ে আসেন এবং কুরআন রক্ষকের বিরল সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করেন (বেগ, তারিখবিহীন, ৪৮৮)। মুলতানে প্রায় চার বছর সুখে শান্তিতে থাকার পর তাঁর ভাগ্যাকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়। ১৩০৪ সালের শেষের দিকে দুর্ধর্ষ তাতারদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে শাহজাদা মোহাম্মদ খান নিহত হন (আবদুল করিম ২০০৭, ১৪৪)। কবি আমির খসরু দেহলভি তাদের হাতে বন্দি হয়ে সাধারণ সৈনিকের গোলামে পরিণত হন। পরবর্তীকালে আমির খসরু অযোদ্ধার শাসনকর্তা খানজাহান হাতিম খানের রাজ দরবারে উপস্থিত হন। হাতিম খান কবিকে সাদরে বরণ করে নেন। কবি সুলতান কায়কোবাদ ও বাংলার শাসনকর্তা পিতা বুগরা খানের আপোষ ও মিলনের চেষ্টা করেন। হাতেম খানের সাথে আমির খসরু দেহলভি এ ঐতিহাসিক মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কায়কোবাদের অনুরোধে দিল্লির দরবারে আগমন করেন এবং কায়কোবাদ তাঁকে রাজকবি পদে ভূষিত করেন।

আমির খসরু কবি ও কাব্যমানস

আমির খসরু দেহলভি'র রচনাবলির সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ, জার্মানি, মিশর, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর রচনাবলি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকলেও অধিকাংশ জীবনীকারক, সাহিত্য সমালোচক ও বিশ্লেষকের ধারণা তাঁর সব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় তিনি সর্বমোট ৯২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন (Hardy P. 1960, 68)। পুরাতন ক্যাটালগগুলোতে আমির খসরু দেহলভি'র দিওয়ানের সংখ্যা চারটি উল্লেখ করা হয়। মিস্টার চার্লস রিও ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে যে গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন তাতে সর্বপ্রথম আমির খসরু দেহলভি'র পাঁচটি দিওয়ানের পরিচয় পাওয়া যায় (ইসহাক খান ২০১২, ৩৯১)। আমির খসরু দেহলভি'র কাব্যগ্রন্থগুলো হলো:

***تحفة الصغر* (*তুহফাতুস সিগার*)**

আমির খসরু দেহলভি'র *তুহফাতুস সিগার* প্রথম দিওয়ান গ্রন্থ। এটি তিনি কিশোরকালে তথা ১৬ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সে রচনা করেছেন। তাঁর সংকলন হল *তুহফাতুস সিগার*। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের শাসনামলে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে কাসিদা, গজল, মাসনভি, রুবাই ইত্যাদি আঙ্গিকের কবিতা অন্তভুক্ত রয়েছে। বেশিরভাগ গ্রন্থই সুলতান বলবন, শাহজাদা খান, শহীদ সুলতান মইজুদ্দিন কায়কোবাদ, সমকালীন আমির ও উজিরগণের প্রশংসায় রচিত। এই গ্রন্থে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার গুণকীর্তন করেছেন (সবুর খান ২০২১, ১১৩)। নমুনা স্বরুপ নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দু'টি পঙ্‌তি তুলে ধরা হল যা আমীর খসরুর এই দিওয়ানের কাসিদা নিম্নোক্ত রুবায়ির মাধ্যমে শুরু করেন:

لوحی که بر صحیفه گردون مصور است : توقیح آن بنام خداوند اکبر است
شد تحفت الصغر جو خطاب این سواد را : از ذکر ذوالجلال سوادی منور است

(দেহলভি ১৯৮৯, ১৪)

মহাকাশের পাতায় অঙ্কিত যে ফলক
তা মহান খোদার নামের সেই স্বাক্ষর
হয় যদি ক্ষুদ্র উপহার খেতাব এই স্বাক্ষরতার
মহামহিয়ানের স্মরণে তা প্রোজ্জ্বল এক স্বাক্ষর

(সবুর খান ২০২১, ১১৪)

***وسط الحيات* (*ওয়াসাতুল হায়াত*)**

আমির খসরু দেহলভি'র *ওয়াসাতুল হায়াত* দ্বিতীয় কাব্যসমগ্র। যা তাঁর ২৪ বছর থেকে ৩২ বছর সময়কালে রচিত। তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি আধ্যাত্মিক গুরু খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, গিয়াস উদ্দিন বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ খান, শহীদ সুলতান মইজুদ্দিন কায়কোবাদ এবং দরবারের অন্যান্য আমিরদের প্রশংসায় রচনা করেন (আলী ২০০৬, ১৭৩)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত তুলে ধরা হলো:

ابتدا شد چون کتاب من بتوحید خدا : هست امیدم که بخشد ایزدم نور هدی

(দেহলভি ১৯৭৫, ১৭৩)

আমার গ্রন্থ যখন আরম্ভ করেছি আল্লাহর একত্ববাদের দ্বারা
আশা আমি করতেই পারি, আল্লাহ আমাকে দান করবেন পথের দিশা।

***غرة الكمال* (*গুর্‌রাতুল কামাল*)**

আমির খসরু দেহলভি'র *গুর্‌রাতুল কামাল* তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি তিনি তাঁর ২৪ বছর থেকে ৪৪ বছর সময়কালে রচনা করেন। এই গ্রন্থের শুরুতে তিনি একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজন করেছেন। যাতে তিনি স্বীয় জীবনের বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতীয় কবিদের প্রশংসা করেন। ভারতীয় কবিদের সাহিত্য, রুচিবোধ ও কাব্যজগতের সুখ্যাতি তুলে ধরা হয়েছে (সবুর খান ২০২১, ১১৫)। তাঁর এই গ্রন্থে ৯০টি কাসিদা, নয়টি মাসনভি, বেশ কিছু গজল, রুবাই এবং কেতআ রয়েছে। কবিতাগুলো ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বন্ধু তাজউদ্দিন জাহিদ, মাওলানা শিহাব উদ্দিন এবং আলাউদ্দিন সংগ্রহ করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি তিনি আনওয়ারি, খাকানি, জহির ফারিয়াবির অনুকরণে রচনা করেন (রহমান, ১৯৯৭ : ৩১)।

নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি শ্লোক দেয়া হলো:

اگر صواب یکی از کمال طبع ست این
وگر خطا ست یکی از دروغ شعر است آن
(দেহলভি ১৯৭৫, ১৯)

যদি শুদ্ধ হয় (এক শ্লোক) তাহলে এর সম্মান সম্পাদকের প্রাপ্য
আর যদি ভুল হয় তাতে তাহলে কবিতার মিথ্যার বেশাতি।

بقیه نقیه (বাকিয়ে নাকিয়ে)

আমির খসরু দেহলভি'র *বাকিয়ে নাকিয়ে* তাঁর চতুর্থ দিওয়ান গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে তাঁর ৫০ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সকালে রচিত কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে (ইসাহাক খান ২০১২, ৪২৩)। এই কাব্যগ্রন্থে ৬৩টি কাসিদা, ১৬৫টি মাসনভি, ২০০টি কেতআ, ৫৭০টি গজল, ৩৬০টি রুবাই রয়েছে। যা তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর রচনা করেন। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কাসিদা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রশংসায় রচিত (সবুর খান ২০২১, ১১৭)।

নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত দেয়া হলো:

خرد مجوی زخسرو که اهل معنی را
نظر به عشق حقیقت، بود نه عقل مجاز
(https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh1127)

খসরুর মত অধম থেকে তালাশ করো না জ্ঞান,
জ্ঞানীদের দৃষ্টি থাকে খাঁটি প্রেমের প্রতি, নির্মোহ জ্ঞানের দিকে নয়।

نهایت الکمال (নেহায়াতুল কামাল)

আমির খসরু দেহলভি'র *নেহায়াতুল কামাল* কাব্যগ্রন্থটি ৫০ থেকে ৬৪ বছর বয়সকালে রচিত কবিতাগুলোর সংকলন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লাহ, রাসুল (সা.) এবং আধ্যাত্মিক গুরু খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রশংসা করেছেন। এটি তাঁর পঞ্চম দিওয়ান গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা শাহজাদা ইব্রাহিম, গিয়াস উদ্দিন তুঘলক, মোহাম্মদ বিন তুঘলক ও শাহজাদা বাহারামের উদ্দেশ্যে রচিত। অন্যগুলো শাহাজাদা মোবারক শাহ প্রসঙ্গে রচিত। এগুলোর মধ্যে দু'টি কবিতা বেশ উপভোগ্য। একটির নাম *শিফাতুল আসহাব*। যা মোহাম্মদ বিন তুঘলকের উদ্দেশ্যে রচিত। অন্যটি তাজ উদ্দিন জাহিদের উদ্দেশ্যে রচিত (সবুর খান ২০২১, ১১৮)। আমির খসরু দেহলভি সম্পর্কে তাঁর বিপক্ষ দল যে অভিযোগ ও সমালোচনা করেছেন, তার জবাবে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থে গজলের পূর্বে কয়েকটি কবিতা রয়েছে (রহমান ১৯৯৭ : ৩২)।

নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত দেয়া হলো:

آمد بهار مشک دم، سنبل دمید و لاله هم سبزه به صحرا زد قدم، سرو روان من کجا

(شمارهٔ ۱۵ « غزلیات « امیرخسرو دهلوی «سیمین ساق

বসন্তের সুঘ্রাণে বিমোহিত দিগন্ত
সম্বুল, লালাও ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিক অথচ আমি কোথায়?

***مطلع الانوار* (*মাতলাউল আনওয়ার*)**

আমির খসরু দেহলভি নিজামি গাঞ্জুবির *মাখযানুল আসরার* অনুকরণে ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে *মাতলাউল আনওয়ার* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। সৃষ্টি ও গ্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমসমূহ কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে আত্মাকেই কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই দিয়েছেন। কবি আমির খসরু দেহলভি *মাতলাউল আনওয়ার* গ্রন্থটি ৬৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত করেন (সবুর খান ২০২১, ১৩৯)। এই গ্রন্থে তিনটি মোনাজাত এবং কিছু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দুটি পঙতি তুলে ধরা হলো:

گل من سبزه زاری کرد پیدا : زمانه نوبهاری کرد پیدا
در این موسم که از تأثیر نوروز : جهان نو روزگاری کرد پیدا
(https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh10)
হরিদ্রাভ বাগানে ফুটেছে আমার ফুল, নতুন বসন্ত খুজে পেয়েছে সে।
নওরোজের প্রভাবে প্রভাবিত এ মৌসুম, নতুন পৃথিবী খুজে পেয়েছে নতুন সময়।

***شیرین وخشرو* (*শিরিন ওয়া খসরু*)**

নিজামি গাঞ্জুবির দ্বিতীয় মাসনভি কাব্যগ্রন্থ *খসরু ওয়া শিরিন* এর অনুসরণে আমির খসরু দেহলভি ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর খামসার দ্বিতীয় মাসনভি *শিরিন ওয়া খসরু* রচনা করেন। নিজামি ১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর *খসরু ওয়া শিরিন* রচনা শুরু করেন এবং ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রচনা শেষ করেন (আতাউল্যাহ ২০১১, ৮২)। আমির খসরু দেহলভি এই গ্রন্থটি আরসালান এর নামে উৎসর্গ করেন। এটি রাজনৈতিক ও রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান। শাহজাদা খসরু, শাহজাদি শিরিন ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর ফরহাদ তিন জনের প্রেমকে কেন্দ্র করে এই মাসনাভি গ্রন্থটি রচিত। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দুইটি বেইত উল্লেখ করা হলো:

شنیدم کز ره فرمانروایی : زنی دارد بر ارمن پادشاهی
امورش از رقمهای مسلسل : به توقیع مهین بانو مسجل
(দেহলভি, ১৩৬৩: ২৬৮)
শুনেছি তো আছে রাজ্য শাসনের পথে, আরমেনিয়ায় এক নারী বাদশাহীর রথে
তার শাসনের সুনাম নানা পরম্পরায়, মাহিন বানুর কীর্তি পর্যন্ত গড়ায়।
(সবুর খান ২০২১, ১৫০)।

আরো কয়েকটি বেইত দেয়া হলো,

خداوندا دلم را چشم بگشای
به معراج یقینم راه بنمای
به رحمت باز کن گنجینهٔ جود
درونم خوان بشادروان مقصود
(https://ganjoor.net/khosro/gozide/khosro-shirin2/sh1)

***مجنون و لیلی* (*মজনুন ওয়া লাইলি*)**

আমির খসরু দেহলভি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে নিজামি গাঞ্জুবির খামসার তৃতীয় মাসনভি কাব্যগ্রন্থ *লাইলি ওয়া মজনু* এর অনুকরণে তাঁর খামসা কাব্যের মাসনভি গ্রন্থ *মাজনুন ওয়া লাইলি* রচনা করেন। এ মাসনভি গ্রন্থের বেইত সংখ্যা

২৬৬০টি (সাফা ১৩৭৩, ৭৮৪)। শিরওয়ানির বাদশা আবুল মোজাফ্ফারের অনুরোধে ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪৭০০টি বেইতে তাঁর এ কালজয়ী প্রেমোপাখ্যান রচনা সম্পন্ন করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি *লাইলি ওয়া মজনু* এর অমর প্রেম কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। এই মাসনভির মূল চরিত্র মজনুনের প্রকৃত নাম ছিল কায়েস বিন মুলুহ বিন মুজাহেম। তিনি ছিলেন আরব বণিক আমল গোত্রের লোক আর লাইলি ছিলেন ভিন্ন গোত্রের সা'দ এর কন্যা। লাইলির প্রেমে কায়েস এতটাই উম্মাদ হয়েছিল যে, লোকেরা তাকে মজনুন বা উন্মাদ বলে ডাকত। কায়েসের এই অবস্থা দেখে তাঁর পরিবার লাইলির পরিবারের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যায়। কিন্তু লাইলির বাবার অমতের কারণে তা নিষ্ফল হয়। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা যুদ্ধের রূপ নেয়। এই গোত্রীয় যুদ্ধ যদিও উভয়পক্ষে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটে। আমির খসরু দেহলভি মূল গল্পের পাশাপাশি শাখা গল্প হিসেবে গোত্র যুদ্ধের বর্ণনা এখানেই শেষ করেন। কারণ যুদ্ধে লাইলি ও মজনুর প্রেমের কোনো রকম প্রভাব পড়েনি এবং এতে তাঁদের উভয়ের প্রেমাসক্তির কমতি ঘটেনি (সবুর খান ২০২১, ১৫৬)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বেইত তুলে ধরা হলো:

لیلی نامی که مه غلامش : خالش نقطی از نقش نامش
مشعل کش آفتاب و انجم : دیوانه کن پری و مردم
تاراج گر متاع جانها : بنیاد شکاف خان و مانها
سلطان شکر لبان آفاق : لشکر شکن شکیب عشاق
گردن زن عاقبت فروشان : تشویش ده صلاح کوشان
سر تا به قدم کرشمه و ناز : هم سرکش حسن و هم سر انداز
(দেহলভি ১৩৬২, ১২৯)

লাইলি নাম তার, চাঁদ তার দাসী
কালো তিলখানি তার নামের উল্লাসী
মশালবাহী সে সূর্য ও নক্ষত্ররাশির
পরী ও মানুষের সে পাগল-প্রয়াসী
জীবন-সামগ্রীর সে লুণ্ঠনকারী
পরিবার-পরিজনের ভিতে চিড়ধারী
মিষ্টভাষীদের দেশের সে সুলতান
প্রেমিকদের ধৈয্যের ফৌজ করে খান খান
পরিণাম-বিক্রেতাদের সে শিরচ্ছেদী
কল্যাণকামীদের সে দুশ্চিন্তাদারী
আপাদমস্তক তার কারিশমা-লাজুকতা
অবাধ্য সুন্দরী, তার অসীম সাহসিকতা!

***هشت بهشت* (*হাশত বেহেশত*)**

নিজামি গাঞ্জুবির চতুর্থ মাসনভি কাব্যগ্রন্থ *হাফত পেইকার* এর অনুকরণে আমির খসরু দেহলভি তাঁর *হাশত বেহেশত* রচনা করেন। এটি তাঁর পঞ্চম বা সর্বশেষ মাসনাভি কাব্যগ্রন্থ। তিনি ৭০১ হিজরি মোতাবেক ১৩০৩

খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি রচনা সম্পন্ন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর (সবুর খান ২০২১, ১৬৯)। নমুনা স্বরুপ নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত দেয়া হলো:

سال هجرش یکی و هفتصد بود : کین بنا برد سر به چرخ کبود

(দেহলভি ১৩৮৫, ২৭)

হিজরি সাল ছিল সাতশত এক

যখন এই রচনা পৌঁছলো নীলাভ চক্রের মাথায় (সবুর খান ২০২১, ১৬৯)।

***آئینه سکندری* (*আইনে সেকান্দারি*)**

আমির খসরু দেহলভি *আইনে সেকান্দারি* নিজামি গাঞ্জুবির পঞ্চম মাসনভি কাব্যগ্রন্থ *ইসকান্দার নামা* এর অনুকরণে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। বহুকাল থেকেই ফারসি সাহিত্যে গল্পের মাধ্যমে বিশেষ কোনো চিন্তা দর্শন বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনায় কবিগণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। ইসকান্দার বা আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের জীবনের ঘটনাবলি সেগুলোর অন্যতম। কবি নিজামি গাঞ্জুবি তাঁর *সেকান্দার নামা* কাব্যগ্রন্থে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের জীবন কাহিনী চমৎকারভাবে ফুটে তুলেছেন। আলেকজান্ডারের আধ্যাত্মিক জীবনকে তিনি তাঁর কাহিনীকাব্যে তুলে ধরেছেন। আমির খসরু দেহলভি তাঁর *আইনে সেকান্দারি* গ্রন্থে আলেকজান্ডারের জীবনী ও তাঁর মহানুভবতার বর্ণনা করেছেন (সবুর খান ২০২১, ১৬১)। বাদশা জুলকারনাইনের কাহিনীর বর্ণনার সাথে মিশে গিয়ে তা আরবদের থেকে ইরানিদের কাছে পৌঁছে (সাফা ১৩৬৩, ৯০)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো:

نخست آرم از رزم خاقان سخن : که دیدم به تاریخهای کهن

نظامی که کرد آن جریده نگاه : در آشتی زد میان دو شاه

(দেহলভি ১৩৬২, ৪৩৩)

প্রথমে নিয়ে এসেছি খাকানদের যুদ্ধের কথা

যে কাহিনীতে ভরে আছে পুরোনো ইতিহাসের পাতা

সেই পত্রে নিজামি করেছে দৃষ্টিপাত

দুই বাদশাহের মাঝে করেছে সমঝোতা।

***قرآن السعدین* (*ক্বেরানুস সাদাইন*)**

আমির খসরু দেহলভি'র প্রথম ঐতিহাসিক মাসনাভি গ্রন্থ হল *ক্বেরানুস সাদাইন*। তিনি সুলতান কায়কোবাদের নির্দেশে ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে ৬৯৪৪টি বেইত রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটি তিনি মাত্র ছয় মাসে রচনা সম্পন্ন করেন (মোক্বাদ্দামে, ১৯১৮ : ৫৭)। এ মাসনাভি গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য দুটি চরিত্র বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ বুগরা খান অপরজন তাঁর পুত্র সুলতান মইজুদ্দিন কায়কোবাদ। ক্বেরানুস সাদাইন এর অর্থ হচ্ছে দু'টি তারকার মিলন। পিতা ও পুত্রের মিলনকাহিনীকে অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন (আব্দুল করিম, ২০০৭: ৫২)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দুইটি বেইত দেয়া হলো:

این سخن چند که بیخواست ست : شاعری نیست کریم راست ست

گرچه چنین راست نباید نهفت : راست بی هست نتوانش گفت

(দেহলভি ১৯৫৪, ২৬)

এই ক'টি কথা অকারণ নয় তো
কবিত্ব নয় এতো মহানের মহা সত্য
যদিও এমন সত্য করা যায় না গোপন
অস্তিত্বহীন সত্য করা যায় না বর্ণন (সবুর খান ২০২১, ১৭৭)।

আরো কয়েকটি বেইত,

شکر گویم که به توفیق خداوند جهان بر سر نامه ز توحید نوشتم عنوان
نام این نامۀ والاست قران السعدین کز بلندیش به سعدین سپهر ست قران

(দেহলভি ১৯১৭, ১২)

শুকরিয়া করি পৃথিবীর স্রষ্টার,
যার তৌফিকে আমি তৌহিদের নামগুলো শিরোনামরূপে লিখতে সক্ষম হয়েছি।
এই কবিতার নাম দিয়েছি দুই সৌভাগ্যের মিলনমেলা।
আকাশগমে সৌভাগ্যের তারকা উদিত হওয়াতেই এই মিলন সম্ভব হয়েছে।

مفتاح الفتوح **(*মেফতাহুল ফুতুহ*)**

আমির খসরু দেহলভি'র দ্বিতীয় ঐতিহাসিক মাসনভি গ্রন্থ *মেফতাহুল ফুতুহ*। তিনি গ্রন্থটি ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। তিনি এই সময় জালাল উদ্দিন খিলজির সভাকবি ছিলেন। এই ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থে সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খিলজির চারটি বিজয়ের বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থটিকে আমির খসরু দেহলভি তৃতীয় দেওয়ান *গুর্‌রাতুল কামাল* এর অন্তর্ভুক্ত করেন। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের বয়েত নমুনা হল:

گفتار درثنای خداوند داد گر : کو باز می کند فیروزی و ظفر

(দেহলভি ১৯৫৪, ৮)।

আমার সকল কথা মহানদাতা স্রষ্টার প্রশংসায় নিবেদিত
যিনি উন্মোচন করেন বিজয় ও সফলতার দ্বার।

دولرانی خضر خان **(*দেভল রানি খিজির খান*)**

আমির খসরুর *দেহলভি'র* তৃতীয় ঐতিহাসিক মাসনভি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *দেভল রানি খিজির খান*। তিনি ৭১৫ হিজরিতে এ কাব্যগ্রন্থটি রচনা সম্পন্ন করেন। এ কাব্যগ্রন্থের বেইত সংখ্যা ৪২০০টি। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে শাহজাদা মোবারক খান কর্তৃক শাহজাদা খিজির খানের হত্যাকাণ্ড এবং খসরু খান কর্তৃক মোবারক খানের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করা হয়েছে। খিজির খান ও দেভলাদেবির প্রেম ও বিয়ে পর্যন্ত প্রথমে রচিত হয়। আলাউদ্দিন খিলজির অসুস্থতা খিজির খানের গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দীজীবন, তাঁকে অন্ধকরণ, মালিক কাফুরের বিশ্বাসঘাতকতা, মালিক কাফুরের বন্দী জীবন, ফরিদ ও সাদিখানের পরিণতি অংশ পরে সংযোজন করা হয়েছে। ফলে এই গ্রন্থটি মহাকাব্যের আকার ধারণ করেছে (সবুর খান ২০২১, ১৮৯)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বেইত তুলে ধরা হলো:

چه خوش باشد در آغاز جوانی : دو بیدل را بهم سودای جانی
خضر خان و دول رانی درین کار : دو دل بودند یکدیگر گرفتار
کنون حرفی که من خواندم درین لوح : چنین بخشد به دلها راحت و روح

که چون آمد دولرانی به درگاه : بشارت یافت از بخت نکوخواه
(দেহলভি ১৯৭৫, ৪৫)
(https://rasekhoon.net/article/show/175412)

কত আনন্দের বিষয় যে যুগ যৌবনের প্রারম্ভে, যে দুইটি মৃত হৃদয় জাগ্রত হয়েছে জান বা আত্মা
দেভল রানি এবং খিজির খান এই পৃথিবীতে, দুটি হৃদয় একটি দেহে গ্রেফতার হয়েছে।
আমি এখন যে কথাই বলবো তাদের সম্পর্কে, শুনে সকল শ্রোতার হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হবে।
যখন দেভল রানি আসলো খিজির খানের দরবারে, তখন সুসংবাদ পেল সৌভাগ্যের।

***تغلق نامه* (*তুঘলক নামা*)**

আমির খসরু দেহলভির ঐতিহাসিক মাসনভি কাব্যগ্রন্থ *তুঘলক নামা* পঞ্চম ও সর্বশেষ রচনা। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের রাজত্বের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মাসনাভি গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির বংশধরের প্রতি অত্যাচার, খসরু খানের পরাজয় ও তার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে (রহমান ১৯৯৭, ৩৮)।

উপসংহার

আমির খসরু দেহলভি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ভারতবর্ষের প্রতিভাবান ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবার শীর্ষে ছিলেন। তিনি দিল্লির বলবন খিলজিসহ মোট সাতজন নৃপতি যথা গিয়াস উদ্দিন বলবন, মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ, জালাল উদ্দিন খিলজি, আলাউদ্দিন খিলজি, কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ খিলজি, গিয়াস উদ্দিন তুঘলক এবং মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের রাজদরবারের সভাসদ এবং সভাকবির মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তাই সুলতানি শাসন আমলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করার যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছিল ভারতবর্ষে আর কোনো কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিকদের পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আমির খসরু দেহলভি যথার্থ একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল কবি সাহিত্যিক জন্ম হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের উপর আমির খসরু দেহলভি'র প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই আমির খসরু দেহলভি সম্পর্কে বলা যায়, তিনি একজন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ভাষাবিদ, সংগীতজ্ঞ, গায়ক ও সুফি-সাধক ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর সমসাময়িক আর কাউকে এত গুণের অধিকারী খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর পরবর্তী শতাব্দীতেও এমন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী পাওয়া দুষ্কর। আমির খসরু দেহলভি যে সাহিত্যকর্ম বা সৃষ্টিসম্ভার রেখে গেছেন, সময়ের বিবর্তনে সেগুলোর আবেদন বিন্দুমাত্রও কমেনি; বরং যত দিন যাচ্ছে উপমহাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তিনি ততই প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

তথ্যপঞ্জি

১. আব্দুস সাত্তার। *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম*। ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭।
২. আবদুস সবুর খান। *ভারতবর্ষের অসামান্য কাব্য ও সংগীত প্রতিভা আমির খসরু*। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০২১।
৩. আবদুল করিম। *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

৪. মো: আতাউল্ল্যাহ। *নিজামি গাঞ্জুবি: কাব্য-প্রতিভা ও প্রেমদর্শন* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
৫. এম এ রহিম (অনূদিত, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান)। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
৬. মির্জা মকবুল বেগ। *আদব নাময়ে ইরান*। লাহোর: নিগারেশাত, [তারিখবিহীন]।
৭. ইসমাইল মিরাঠি মোক্বাদ্দামে। *কিরানুস সাদাইন*। আলিগড়: আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ১৯১৮।
৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খন্ড। ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০০৫।
৯. হামাদানী মোহাম্মদ সাদিক দেহলভি কাশ্মিরী। *কালিমাতুস সাবিকিন*। ইসলামাবাদ: এনতেশারাতে মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ওয়া পাকিস্তান, ১৯৮৮।
১০. আব্দুল মওদুদ। *মুসলিম মনীষা*, ৫ম মুদ্রণ। ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০০৫।
১১. খন্দকার আব্দুর রহমান। *আমির খসরু*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।
১২. আহমাদ তামীমদারী (ড.)। (অনূদিত,তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী)। *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*। ঢাকা: আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭।
১৩. আমির খসরু দেহলভি। *তুহফাতুস সিগার*। ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, পোতনা, ১৯৮৯।
১৪. নবাব হাজি মোহাম্মদ ইসহাক খান। *কার রেওয়াইয়ে তারতিবে কুল্লিয়াতে হযরত আমির খসরু দেহলভি*। ভারত: মাতবায়ে ইনস্টিটিউট আলিগড়, ১৯১৪।
১৫. আমির খসরু দেহলাভি। *ওয়াসাতুল হায়াত*। আলিগড়: মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫।
১৬. এ কে এম ইয়াকুব আলী। *মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬।
১৭. আমির খসরু দেহলভি। *গুররাতুল কামাল*। লাহোর: ন্যাশনাল কমিটি বারাইসাত সাউসালা তাকরিবাত আমির খসরু, ১৯৭৫।
১৮. আমির খসরু দেহলভি। *শিরিন ওয়া খসরু*। পোতনা, ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, ১৩৬৩।
১৯. আমির খসরু দেহলভি। *মজনুন ওয়া লাইলি*। পোতনা, ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, ১৩৬২।
২০. আমির খসরু দেহলভি। *হাশত বেহেশত*। পোতনা, ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, ১৩৮৫।
২১. আমির খসরু দেহলভি। *আইনে সেকান্দারি*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৩৬২।
২২. আমির খসরু দেহলভি। *কেরানুস সাদাইন*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৯৫৪।
২৩. আমির খসরু দেহলভি। *ক্বেরানুস সাদাইন*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৯১৭।
২৪. আমির খসরু দেহলভি। *মিফতাহুল ফুতুহ*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৯৫৪।
২৫. আমির খসরু দেহলভি। *দেভল রানি খিজির খান*। লাহোর: ন্যাশনাল কমিটি বারাইসাত সাউসালা তাকরিবাত আমির খসরু, ১৯৭৫।
২৬. আমির খসরু দেহলভি। *তুঘলক নামা*। ডেক্কান, ভারত: মাতবায়ে উর্দু আরঙ্গবাদ, ১৯৩৩।
২৭. যাবিউল্লাহ সাফা, (ড.) । *তারিখে আদাবিয়াতে দার ইরান*। তেহরান: ছাপাখানে রামিন, ১৩৭৩।
২৮. Hardy.P. *Historians of Medieval India*. London: 1960.

২৯. Tanwir Ahmed. *A Short history of persian literature,* 2nd Edition. Colcutta: Naaz Book Depot, 1991.

২৯. *বাক্কিয়ে নাক্কিয়ে*, https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh1127

৩০. *দেভল রাণী খিজির খান*, https://rasekhoon.net/article/show/175412

৩১. *মাতলাউল আনওয়ার*, https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh10

৩২. *শিরিন ওয়া খসরু*, https://ganjoor.net/khosro/gozide/khosro-shirin2/sh1

৩৩. *নেহায়াতুল কামাল*, سیمین ساق «امیرخسرو دهلوی « غزلیات « شمارهٔ ۱۵